দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 22.1.86 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 1 ...

0 039

পরীক্ষা কেন্দ্র

পরীক্ষার কেন্দ্র নিয়ে প্রতিদিন সংবাদপত্রে চিঠিপত্র ছাপা হয়। কখন কখন আবার পরীক্ষার কেন্দ্র বাতিলের সংবাদও খবরের কাগজের পাতায় দেখা যায়। সাধারণ অভিভাবকদের পক্ষে এর কারণ জানা সম্ভব হয়না, অথচ ভুগতে হয় তাদের। এবং সাধারণভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের কি কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই?

দেশ স্বাধীন হবার পরের অবস্থা লক্ষ্য করলে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে বলে মনে হবে না। এক সময় গ্রাম-গ্রামান্তরে স্কুল-কলেজ স্থাপনের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এবং সে সময় ব্যক্তি ও দলীয় প্রভাবে বহু পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সেই নিয়ম পুরোপুরি অনুসরণ করা না হলেও পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনে ব্যক্তি বা বিশেষ মহলের প্রভাব এখনও প্রবল। যুক্তি বা নিয়মের প্রশ্ন একান্তই গৌণ।

একথা সকলের জানা যে এসএসসি বা এইচএসসি কেন্দ্র স্থাপনের একটি বিশেষ নির্দিষ্ট নীতি ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের অবশ্যিক শর্ত ছিল। নির্দ্বিধায় বলা চলে যে কাগজপত্রে এ ধরনের শর্তের কথা থাকলেও বাস্তবে এখন তার কোন চিহ্ন মাত্র নেই। এছাড়া তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় বা ৪টি শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের বিধি বা নিয়মের কোন সামঞ্জস্য নেই। দেখা যাচ্ছে যে কারণে ঢাকা বোর্ড কোন একটি বিশেষ এলাকায় এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপনে গররাজি, সেই একই কারণ বিরাজিত থাকা সত্ত্বেও যশোর বোর্ড অন্য একটি এলাকায় পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দিচ্ছে। যে কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোন একটি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করছে সেই কারণগুলি বিরাজিত থাকা সত্ত্বেও দেখা যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বহু পরীক্ষা কেন্দ্রের স্বীকৃতি বহাল রাখছে। সাধারণ অভিভাবকদের পক্ষে এ ধরনের পরিস্থিতি বোধগম্য নয়।

আমরা যতদূর জানি এ ব্যাপারে সকল মহলই অবহিত। কারণ তাদের জানামতেই সব কিছু হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন মহলের চাপে কোন নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করতে পারছে না। তবে এ ব্যাপারে সকলেই নিশ্চয় একমত হবেন যে এ ধরনের পরিস্থিতি কাম্য নয়। এবং অবসান হওয়া প্রয়োজন।

উল্লেখ্য যে দীর্ঘদিন ধরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ডের কার্যকলাপের মূল্যায়নের কথা শুনছি। শুনছি পরীক্ষা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা। সব কিছু শুনে আমরা শুধু একটা আবেদন করতে চাই যে পরীক্ষার কেন্দ্র নিয়ে কি সামগ্রিকভাবে একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ? এবং সে ব্যবস্থা কি বাঞ্ছনীয় নয়? দেখেশুনে আমাদের মনে হচ্ছে যে পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন এখন আর কোন নিয়ম-নীতির অঙ্গ নয়। দেন-দরবার এবং দরকষাকষির প্রশ্ন। আর দুঃখজনক হলেও সত্য যে এক্ষেত্রেও দেনাপাওনার কথা শোনা যাচ্ছে। তাই আমাদের আবেদন হচ্ছে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে সারা দেশে একটি নীতি প্রণীত হোক। প্রয়োজন হলে প্রতিটি উপজেলায় পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হোক। এক্ষেত্রে প্রয়োজন কথাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সব কিছুই করতে হবে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক এবং সর্বোপরি দেশের শিক্ষার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। আশা করব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।